২৮/৭/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘট রবিবার হইতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে সশস্ত্র ক্যাডার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংকট তীব্রতর হইতেছে। হলে হলে ছাত্রলীগের বহিরাগত ও সশস্ত্র ক্যাডারদের অবস্থান অব্যাহত রহিয়াছে। ছাত্রদল ও কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য হল হইতে অস্ত্র উদ্ধার এবং বহিরাগত মুক্ত করিয়া প্রকৃত ছাত্রদের হলে পুনর্বাসনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করিয়া আসিতেছে। ছাত্রদল ভিসি'র পদত্যাগও দাবী করিতেছে। ছাত্রদলের ৭ দিনের আল্টিমেটাম আজ শনিবার শেষ হইবে। উহার পর আগামীকাল রবিবার হইতে তাহারা উল্লেখিত দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী রাখিয়াছে।

এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়িয়াছে মহাবিপাকে। কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে হলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আল্টিমেটামের পর আগেভাগে ঘোষণা করিয়াছিল গতকাল শুক্রবার এবং আজ শনিবার ক্যাম্পাসের ১১টি ছাত্র হলে কর্ডন দিয়া তল্লাশী চলিবে। প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দিয়া হলে হলে নোটিসও টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সন্ত্রাসী ও বহিরাগতরাও সেইমত প্রস্তুতি নিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে রীতিমত 'ছেলেখেলা' হিসাবে উল্লেখ করিয়া কয়েকটি পত্রিকায় সমালোচনা লেখা হইলে গত বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই 'কর্ডন তল্লাশী'র কর্মসূচী বাতিল করে।

ভিসি অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলিয়াছেন, কোন পূর্বনির্ধারিত সময়ে নহে, যে কোন মুহূর্তে তল্লাশী ও বহিরাগত মুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের পরিবেশ শান্ত রাখিতে পরিবেশ পরিষদের বৈঠক ডাকিয়াছিল। কিন্তু ছাত্রলীগ বাদে অন্য কোন সংগঠন সাড়া না দেওয়ায় তাহা বাতিল করা হইয়াছে। ছাত্রদল বলিয়াছে, গত ৫ বছর ভিসির এই 'শুভ' উদ্যোগ কোথায় ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি ছাত্রদল দখল করিয়া নিতে পারে এমন আশংকায় ছাত্রলীগ প্রতিটি হলে কড়া প্রহরা বসাইয়াছে। ছাত্রদল চরম আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ভুগিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র গাড়ী ভাঙ্গা লইয়া দুই গ্রুপের দুই ক্যাডারের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। যাহার জের হিসাবে একজনকে ছাত্রদল হইতে ৭ দিনের জন্য বহিষ্কার করা হইয়াছে। ছাত্রদল এখন সশস্ত্র উপায়ে হল দখলের চেষ্টা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের বিভিন্ন চৌকিতে ছাত্র-শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের কর্তব্যরত পুলিশের নিয়মিত নিগ্রহ পোহাইতে হইতেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত পুলিশী দুর্ব্যবহারের অসংখ্য অভিযোগ উঠিতেছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার জন্য এ মাসের ১৩ তারিখ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সব মুখে অর্থাৎ শাহবাগ মোড়, নীলক্ষেত মোড়, পলাশী, মেডিক্যাল কলেজ, চানখারপুল এবং হাইকোর্ট মাজারে সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ক্যাম্পাস এলাকায় সাধারণ লোকজনের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-কর্মকর্তা নগরীতে খন্ডকালীন কাজ বা টিউশনি শেষ করিয়া রাত ৯টার পর ক্যাম্পাসে ফিরেন। তাহাদের সহিত পুলিশ দুর্ব্যবহার করিতেছে। পুলিশের এই আচরণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীসহ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।